সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসনবিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধ, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ৫২ দেশের মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শেষে প্রায় ৪০ বছরের জিহাদের ইতিহাস এবং বর্তমান তালেবান নেতৃত্বাধীন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিজয়ের ইতিবৃত্ত নিয়ে

সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী
লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমেদীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

উৎসর্গ

যাদের কলজে ছেঁচা খুনে
দ্বীনের চেরাগ জ্বলে,
যাদের রক্তের আখরে
রচিত হয় মিল্লাতের ইতিহাস।
সেই মরণজয়ীদের প্রতি-

বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কারক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক,
"রাবেতা আল-আদব আল-ইসলামী" বাংলাদেশের ব্যুরো চীফ,
দারুল ম'আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা
পরিচালক, আলহাজ হযরত
মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভীর

বাণী

আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনী ভাই মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর তাজা লেখা, 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' বইটির বিশেষ বিশেষ অংশ আমি খোদ লেখকের মুখে শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। আফগান মুসলমান, আফগানের মাটি বা আফগান জিহাদকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখে বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়ে তিনি এ বইয়ে যা কিছু আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তা আমাদের মতো আফগান সফরকারী প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেও সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

এতে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা, আফগান জিহাদের পটভূমি, জিহাদের ক্রমধারা এবং মুজাহিদীনের দ্রুত অগ্রগামী ও বিজয়ী হওয়ার মূল রহস্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, মুসলিম ঐক্য, বাতিলের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের কিভাবে সূত্রপাত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে সরকার ও শাসক বদলের—এক সরকারের পতন ও আরেক সরকারের উত্থানের মূল কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটামুটি আফগানের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান জিহাদে সোভিয়েত রাশিয়ার মতো সুপার পাওয়ারের মুখে ছাই-মাটি দিয়ে সারা বিশ্বের সামনে একদল গরীব কৃষক-শ্রমিক এবং মোল্লা-মুসল্লী কিভাবে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলো, সংক্ষিপ্ত হলেও তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ের স্বল্প পরিসরে। অতঃপর এ

জিহাদ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের মুকাবিলা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কাজে বাংলাদেশী মুসলমানদের কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ, তার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সবিনয়ে প্রার্থনা করি : হে আল্লাহ, আপনি এ বইটিকে কবুল করুন। একে তার লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য দান করুন। স্নেহভাজন লেখকের মুখ ও কলমকে আরও শক্তিশালী করে দিন এবং ইসলামী দাওয়াত, জিহাদ ও প্রতিরক্ষার পথে তাঁকে আমাদের মুখপাত্র হওয়ার তওফীক দান করুন। হে আল্লাহ, আমার অন্তরে যে ব্যথার আগুন আপনি জ্বেলে দিয়েছেন তা প্রকাশ বা ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার নেই, এ আগুনের শিখা স্নেহাস্পদ লেখকের বুকে জ্বেলে আমাকে সাহায্য করুন। লাঘব করুন আমার অন্তরের জ্বালা।

পরিশেষে প্রাচ্যের মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতায় এই দোআ-

জওয়ানো কো সুজে জিগর বখ্‌শ দে।
মেরা ইশ্‌ক মেরী নজর বখ্‌শ দে।

অর্থাৎ, যুবকদের অন্তরে ব্যথার অগ্নিশিখা জ্বেলে দাও, আমার প্রেম তাদের দাও, আমার দৃষ্টিশক্তি দাও—উচ্চারণ করে লিখকের সুন্দর, সুস্থ, সফল ও কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মুহাম্মাদ সুলতান যওক
চট্টগ্রাম
১৫.১.১৪০৯ হি.

ভূমিকা

ঊনিশ 'শ অষ্টাশির আগস্টে 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' প্রথম বের হয়। একবার দু'বার করে এর বেশ কয়েকটি মুদ্রণ সম্পন্ন ও নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় পুনরায় এটি প্রকাশের চাহিদা দেখা দেয়। বইটি প্রথম প্রকাশের পরবর্তী চার বছর আফগান জিহাদ, দুশমনের ষড়যন্ত্র, নাস্তিক্যবাদের কেন্দ্রের পতন, কমিউনিজমের ব্যর্থতা, সমাজতন্ত্রের বিদায় আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুধাবিভক্তির মতো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ পৃথিবীর নাট্যশালায় একে একে মঞ্চায়িত হতে থাকে। সমকালীন বিশ্বের বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ করে অনেক উত্থান, অসংখ্য পতন। মুসলিম জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দাওয়াত ও জিহাদের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রভূমি মধ্য-এশিয়ার ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতালাভ, আফগানিস্তানের বীর জনতার সুস্পষ্ট বিজয়, কাবুলের মুক্তি, এ সবই ঘটে যায় অতি দ্রুততার সাথে। তাই আফগান জিহাদের সর্বশেষ অবস্থা সংযোজিত করে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের জন্যে প্রকাশক ও পরিচিত মহল অতিরিক্ত চাপাচাপি শুরু করে দেন। প্রথম সংস্করণে বইটি পূর্ণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম বলে তাদের চাপ ও তাগাদা মুখ বুজে সইতে হয়। এক পর্যায়ে বইটি শেষ করে দিয়ে তবে নিস্তার পাই।

নিজের মনের গভীরে গুমরে মরা অনুভূতি আর অন্তর নিংড়ানো অভিব্যক্তি, বিশ্বাস ও চেতনার কালিতে, ঈমানদীপ্ত দিব্যদৃষ্টির রং মেখে লেখার চেষ্টা করেছি হৃৎকলমের টানে রচিত প্রাণ সঞ্চারকে ও চেতনা উদ্দীপক এ বইটি। আশা করি এটি পূর্বের মতো ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনা ও ঈমানদীপ্ত উদ্দীপনা সৃষ্টির পথে সহায়ক হবে।

আল্লাহ সবাইকে নেক প্রচেষ্টায় কামিয়াব করুন। সর্বোপরি তিনি আমাদের প্রতিটি উদ্যোগকে সাদরে কবুল করুন। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের ভূমিকা লেখার এ প্রাণবন্ত মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে গোনাহগার বান্দার এই প্রার্থনা।

বিনীত

উবায়দুর রহমান খান নদভী

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯২

লেখকের আরজ

বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের ইসলামপ্রিয় জনতার অসম লড়াই সংঘটিত হলো দীর্ঘ চৌদ্দ বছর। একদিকে পৃথিবীর সেরা সৈন্যবাহিনী আর অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র, অন্যদিকে সাদাসিধে একদল আল্লাহওয়ালা মানুষ আর তাদের লাঠি-ঠেঙ্গা, দা-বল্লম, কাটা রাইফেল ও ভাঙ্গা পিস্তল। আফগান জিহাদে বিশ লক্ষ নিরপরাধ মুসলমান শহীদ হয়েছেন-হাজার হাজার মা-বোন দিয়েছেন সম্ভ্রমের কুরবানী, ষাট লক্ষ আফগান জনগণ নিজের ভিটে-বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও ইরানে। ঠিক তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নও হারিয়েছে অগণিত সৈন্য, হাতছাড়া হয়েছে অসংখ্য জঙ্গী বিমান, গানশীপ, ট্যাংক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী, মেশিনগান, রকেট লাঞ্চার এবং গোলা-বারুদ ইত্যাদি। দীর্ঘ প্রায় দশ বছরে ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ হারিয়ে পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিশ্বধিকৃত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতৃবন্দ অবশেষে সৈন্য উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ইসলামী জিহাদের অতীত-বর্তমান, মুজাহিদদের হাল-হাকীকত ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা, রুশ দখলদারদের পাশবিকতা, দেশী কমিউনিস্টদের গাদ্দারী, জিহাদ ও শাহাদাতের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং আল্লাহপাকের প্রকাশ্য সাহায্য ও বিজয়ের আলোচনা নিয়েই আমার এ বই। তাওফীকের জন্যে আল্লাহর অশেষ হাম্‌দ।

বইটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ফরাসী সাংবাদিকের ঐতিহাসিক উক্তি অবলম্বনে। এই খ্রিস্টান সাংবাদিক তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় আফগান রণাঙ্গনে খোদায়ী মদদ ও নুসরত দেখে মুসলমান হয়ে যান। দেশে ফিরে গিয়ে বেতার-টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাতকারে ঐ ফ্রেঞ্চ জার্নালিস্ট তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি।" আফগান জিহাদ বিষয়ক বইটির নামের জন্যে আমার কাছে এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্তিটিই বেশি লাগসই মনে হয়েছে।

তথ্য-পরিসংখ্যান ও ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছি আফগান মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রামাণ্য বই

ডঃ আবদুল্লাহ আযযামের "আয়াতুর রাহমান"-এর উপর। আরব ও ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়ে লিখিত বইয়ের চেয়ে এই বইয়ের মান উন্নত হয়েছে। কারণ, এতে সন্নিবেশিত অনেক কথা-কাহিনী আমি নিজেই আফগান-আরব মুজাহিদ এবং আফগান সফরকারীদের কাছে শুনেছি। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সন্দেহযুক্ত বা দুর্বল কোনো বর্ণনা আমি এ বইয়ে স্থান দেইনি। যালিকা ফাযলুল্লাহ!

রেকর্ড পরিমাণ অল্প সময়ে লিখিত ও স্বল্প সময়ে মুদ্রিত এ বইখানা চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি স্বল্প জ্ঞান ও সীমিত সাধ্য নিয়ে কোনো কাজে হাত দিলে এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুধী পাঠকদের সুনজর ও সহযোগিতা পেলে আগামীতে একে আরও ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

এলেম-কালাম বলতে আমার তেমন কিছুই নেই, আর আমি কোনো লেখক-সাহিত্যিকও নই, কিন্তু হৃদয় জুড়ে আছে একরাশ মানবপ্রীতি ও আবেগ। অন্তরে প্রোথিত আছে হিমালয় প্রমাণ একটা ঈমান।

সেই ঈমান, আবেগ ও নিপীড়িত বনী আদমের প্রতি অগাধ ভালোবাসার দাবিতেই লিখেছি এ ক'টি পৃষ্ঠা। এতে যদি বিশ্ব-মুসলিম, বিশেষ করে বাংলাদেশের কোটি কোটি তাওহীদী জনতার একজনের বুকেও ঈমান-আকীদা-ইয্যত ও স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করার জয্বা, খোদার পথে সবকিছু কুরবানী দেয়ার অদম্য উদ্দীপনার জন্ম হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার সাফল্য।

এ বই যেন শেষ বিচারের কঠিন দিনে আমার ও আমার আব্বা-আম্মার, আত্মীয়-পরিজন এবং সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর নাজাতের ওসীলা হয়, এই আমার চরম পাওয়া।

বিনীত

উবায়দুর রহমান খান নদভী

নূর মনযিল, কিশোরগঞ্জ।

১৯৮৮ ইং

সূচিপত্র

আফগানিস্তান : মাটি ও মানুষ—১৭
প্রথম আঘাত—১৯
শুরু হলো ষড়যন্ত্র—১৯
ইসলামী আন্দোলনের সোনালী সকাল—২০
জিহাদ করে বাঁচতে চাই—২২
রক্তাক্ত সিংহাসন—২৪
অগ্নিঝরা ফত্ওয়া—২৫
কাঁটা দিয়ে কাঁটা—২৬
রাখে আল্লাহ মারে কে?—২৭
লাল পতাকার খোয়াব—২৭
ব্যবহৃত টয়লেট পেপার—২৯
মাথার মূল্য দেড় কোটি টাকা—২৯
পাশবিকতার দাস্তান—৩০
অগ্নি পরীক্ষা—৩১
চির মুক্ত আফগান—৩২
অতুলনীয় হাতিয়ার—৩৪
চ্যালেঞ্জ করলাম—৩৪
পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়—৩৫
বাংলাদেশে মুজাহিদদের পদধূলি—৩৬
এ বইয়ের জন্মকাহিনী—৩৮
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ—৩৯
নড়ে উঠলো শহীদের লাশ—৩৯
এক মুঠো বালি ও বন্দী হাফেয—৪০
নাহিদ : শহীদ এক আফগান কিশোরী—৪১
ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায়—৪৩
জিহাদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনা—৪৮
মুজাহিদের মিনতি—৫০
চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা—৫০
ফেরেশতাদের গায়েবী ঘোড়া—৫১
বুলেটের শেষ নেই—৫২
ট্যাংকের তলায় অক্ষত মুজাহিদ—৫২
বিচ্ছুও ছাড়েনি ওদের—৫২
আব্বাকে তোরা মেরেছিস-শয়তান—৫২
মুজাহিদদের বিছানায় সুশান্ত সাপ—৫২
ষোড়শীর মেহেদীরাঙ্গা হাত—৫৩
ঘুমন্ত বোমা—৫৩
খোশনসীব শহীদের গর্বিত মা—৫৩
বুলেট প্রুফ শরীর—৫৪
শহীদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি—৫৫
আগুন সেখানে অচল—৫৫
আল্লাহ্র নির্দেশে—৫৫
ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র—৫৫
বিরাশির লড়াই—৫৬
সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর কাবুলের লড়াই—৫৬
ফুলের তোড়া ও মিয়া গুল—৫৭
রণাঙ্গনে প্রশান্তিময় তন্দ্রা—৫৭
আরসালানের সুখনিদ্রা—৫৮
মৃত্যুহীন প্রাণ—৫৯
তাঁবু পুড়ে ছাই, ভেতরে অক্ষত তিন মুজাহিদ—৫৯
শহীদী শোণিতের সুরভি—৬১
মায়ের স্বপন—৬২
মরেও তারা অস্ত্র ছাড়েনি—৬২
শহীদানের মুখে হাসি—৬৩

হামীদুল্লাহ হাসছিলো—৬৩
হামীদুল্লাহ হাসছিলো—৬৪
শহীদ মায়ের বুকে দুধের মেয়ে—৬৪
আল্লাহর সাহায্য ও মুজাহিদদের ফরিয়াদ—৬৪
পাথর ফেটে পানি—৬৫
আরও কারামত—৬৭
মেঘমালার ছায়া—৬৭
খোদায়ী রাডার—৬৭
সীসাঢালা প্রাচীর—৬৮
দৈনিক ২০০ কোটি টাকা—৭১
সময় থাকতে মনা হুঁশিয়ার—৭২
দাবার শেষ চাল—৭২
জিহাদ-শাহাদাত-নয়তো বিজয়—৭৪
চলো চলো যুদ্ধে চলো—৭৫
আফগান রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদদের তৎপরতা—৭৬
চাঁদ যতোদিন উঠবে সূর্য যতোদিন থাকবে—৭৬
না বলা কথা—৭৯
বিধ্বস্ত বিমান, অক্ষত কুরআন—৭৯
শহীদ জিয়ার দু'টি স্বপ্ন—৮০
জিহাদের দেশে বাংলাদেশী উলামা ও বুদ্ধিজীবী—৮১
আফগান রণক্ষেত্রে আমাদের সফর—৮৩
শহীদের সমাধিতে...—৮৬
আফগান জিহাদের জন্যে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তুতি—৮৭
সীমান্ত রক্ষীকে দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ—৮৭
জিহাদের রং মাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন—৮৮
সাহাবাদের নামে শ্রেণীকক্ষের নামকরণ—৮৮
হাসপাতালে পরিদর্শন ও আহতদের শয্যাপাশে—৯২
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিদল—৯৩
হাসপাতালের অভাব ও চাহিদাসমূহ—৯৩
শুভসংবাদ ৯৪
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের সাথে—৯৭
আফগান জনতা গর্বিত তাঁদের শহীদানের সংখ্যাধিক্যে—৯৭
আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী প্রধান সাইয়াফের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত—৯৮
প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন—৯৯
মুজাহিদদের সামনে আমার বক্তৃতা—১০০
দারীন শিবির—১০১
আবু আবদুল্লাহ উসামাহ—১০২
আমরা এখন জাজিতে—১০৩
জাজির লড়াই—১০৪
হাতিয়ার কারখানা—১০৫
আফগান স্টাইল বিপ্লব—১০৫
মুজাহিদ কায়দায় এর প্রতিরোধ—১০৬
একটু ভেবে দেখুন—১০৬
আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসবো না—১০৬
লজ্জার সীমা নেই—১০৭

ঈমানের ছাইচাপা আগুনে নতুন স্ফুলিংগ—১০৮
শয়তানের শম্বুক গতি—১০৯
প্রতিটি ফেরাউনের জন্যেই রয়েছেন মূসা—১১০
প্রতি ফ্রন্টেই প্রতিরোধ—১১১
এবার অন্যরকম পন্থা—১১২
পবিত্র কাবার ছায়ায়—১১৪
আফগান মুজাহিদদের প্রবাসী সরকার—১১৬
বিপ্লবী বনাম নিষ্তরঙ্গ কর্মপন্থার দ্বন্দ্ব—১১৬
ওয়াশিংটনে হিকমতইয়ার—১১৮
ঢাকায় হিকমতইয়ার—১১৯
জেনারেল এরশাদের প্রতি হিকমতইয়ার—১১৯
সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর—১২০
সকল বাধা তুচ্ছ করে—১২০
মাওলানা হাক্কানীর মস্কো চুক্তি প্রত্যাখ্যান—১২২
মুসলমানকে দাবিয়ে রাখার কূট-কৌশল—১২২
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিঃ কিছু জিজ্ঞাসা—১২৪
এ প্রসঙ্গে জনৈক সোভিয়েত জেনারেলের কথা—১২৫
চোখে-মুখে সবার নবজাগৃতির দৃঢ় সম্মতি—১২৭
পয়গামে মুহাম্মদীর অবমাননা বনাম পতিত পরাশক্তি—১২৮
কাবুলের দ্বারপ্রান্তে জিহাদী কাফেলা—১২৯
কমিউনিস্ট জেনারেলের সপক্ষ ত্যাগ—১৩০
আমাদের ফেলে রেখে যাবে কই সোনা?—১৩১
শেষ মুহূর্তে শয়তান সক্রিয়—১৩২
স্বাধীন আফগানিস্তানে বিজয়ী মুজাহিদদের ক্ষমতা গ্রহণ-মুক্ত কাবুল—১৩৩
বিজয়ী আফগান মুজাহিদ ও মুক্ত আফগানিস্তান : মুসলিম উম্মাহর নতুন আশার দীপ্তশিখা—১৩৫
আলহামদুলিল্লাহ—১৩৮
বিজয়ের আনন্দ : দেশে বিদেশে—১৩৮
ঢাকায় মুজাহিদদের সংবাদ সম্মেলন—১৩৯
আল্লাহু আকবার খচিত পতাকা—১৪২
নাসরুম্‌মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্‌হুন কারীব!—১৪৪
প্রসংগঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই—১৪৫
আচ্ছা, তাহলে সংঘাত হলো কেন?—১৪৫
তালেবান : ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার উপাখ্যান—১৪৭
প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থার টার্গেট 'ইসলামী শরীয়াভিত্তিক আর্থসমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র'; 'মৌলবাদ ও সন্ত্রাসে'র নাম দিয়ে তারা যার উত্থানকে রোধ করতে চায়—১৬৩
আলিমদের প্রতি নসিহত—১৮২
শেষ কথা—২০৭

আফগানিস্তান : মাটি ও মানুষ

আফগানিস্তান। হাজার বছর ধরে মুসলমানদের দেশ। স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী, বে-পরোয়া এক জাতির প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি। হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রহরায়-পৃথিবীর ছাদ পামীরের ছায়ায় সারাটা জনম ধরে দুর্জয়-দুর্ভেদ্য আফগানিস্তান বুকটান করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের প্রীতিডোরে আবদ্ধ আফগানরা খুবই সরল-সোজা প্রকৃতির আল্লাহওয়ালা মুসলমান। পাহাড়ের রুক্ষ বুকে, দুর্গম গিরি-কন্দর আর গুহা-উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো আফগানদের স্বাধিকার চেতনা ও উদারতা বিশ্ব জুড়ে খ্যাত। ঢোলা শেলোয়ার, বিশাল কামিজ-কোর্তা আর মাথায় বাঁধা ইয়া বড় পাগড়ীই তাদের পরিচয়। কাঁধে ঝুলানো বন্দুক আর কোমরে বাঁধা খঞ্জর তাদের পৌরুষ, বীরত্ব আর জিহাদী ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। একজন আফগানকে আপনি দু'টো গালি দিন, তা সে হজম করে ফেলবে। আপনি তার গায়ে সাইকেল তুলে দিয়ে একেবারে রক্ত ছুটিয়ে দিন, একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সে নিজের পথ ধরবে। কিন্তু আপনি তার ঈমান, তার আল্লাহ-রাসূল-কুরআন, তার দেশ-জাতি বা ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে মুখ খুললে আর রক্ষে নেই। সেই আফগানীর কাঁধের বন্দুক হতে বেরিয়ে আসা বুলেট আপনার বুক এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে। আপনার পেটে ঢুকে যাবে তার অতি আদরের খঞ্জর।

স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী আফগানরা আত্মমর্যাদাবোধ, আতিথেয়তা ও হৃদয়ের ঔদার্যের জন্য মশহুর। একবার একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত আফগানের তাঁবুতে একটি আহত হরিণ গিয়ে আশ্রয় নিলো। হরিণটির পেছনে যে শিকারীটি এলেন, তিনি তৎকালীন শাসক মাহমুদ গযনভী। সুলতান মাহমুদ যেই তাঁবুতে ঢুকে হরিণটি ধরতে চাইলেন, অমনি তাঁবুর মালিক বুদ্দু লোকটি এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো, বললো–

"আপনি আমাদের বাদশাহ্। আমার অনুরোধ, হরিণটি আপনি ধরবেন না। কারণ, এটি এখন একজন হৃদয়বান মানুষের মেহমান হয়ে তাঁবুতে

ঢুকেছে। সুতরাং একে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। জান দিয়ে হলেও আমি আমার এই অবলা অতিথিকে রক্ষা করবোই।"

নিরক্ষর লোকটির সত্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস ও নির্ভীকচিত্ততা মাহমুদ গযনভীকে মুগ্ধ করলো। তিনি সেদিন খালি হাতেই ফিরে এলেন।

ভারত বিজয়ী মাহমুদ গযনভী, দিল্লীর কৃতী শাসক শেরশাহ সুরী, ইসলামের সিপাহসালার আহমদ শাহ্ আবদালী, ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী এ দেশেরই সন্তান।

এ দেশেরই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জন্ম নিয়েছেন আবু হানীফা, বায়হাকী, বলখী, হারভী, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী, নাসায়ী, বোখারী, ফখরে রাযী, আল-বিরুনী, ফারাবী, ইবনে সিনা ও খাওয়ারেজমীর মতো হীরের টুকরো ছেলেরা। শতাব্দীর দেয়ালে সাঁটা যাঁদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার। ইতিহাসের শ্বেত-শুভ্র ফলকে উৎকীর্ণ যাঁদের স্বর্ণালী হরফের নাম।

পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে সবুজ গম খেত, পার্বত্য ঝরণার দুই পাশে নয়নাভিরাম আঙ্গুর-আপেল খেতের দৃশ্য, গ্রামের মাথায় চা-এর দোকান আর কফিখানা, দূরের হাটে হাতিয়ার বিক্রেতার দোকান ইত্যাদি ছাড়া গাঁও-গেরামের মানুষ আর বেশি কিছু বুঝে না। ভোর-বিহানে গাঁয়ের মসজিদে ফজর পড়ে, বহু পরিচিত কুরআন-খানি নিয়ে বড়রা ঘরে ঘরে বসবে আর ছোটরা কায়দা-ছিপারা হাতে মসজিদে। খাওয়ার সময় হলে গম বা যবের তৈরি বড় বড় রুটি আর দুম্বার গোশ্তের বাটি সামনে নিয়ে এক দস্তরখানে গোল হয়ে বসে বিসমিল্লাহ। শেষে তাজা আঙ্গুর-আপেল-আখরোট বা অন্য কোনো শুকনো ফল। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি। কোনো কোনো দিন মওলবী সাহেবের কাছে বসে স্বর্ণযুগের জিহাদী কেচ্ছা আর ঈমানী কাহিনী শোনা। ব্যাস্! এ পর্যন্তই আফগানিস্তানের গেঁয়ো মানুষের সাদাসিধে জীবন।

শহরে আছে সবকিছুই। অফিস-আদালত, কলেজ-ভার্সিটি, ব্যবসাকেন্দ্র—সব। রাজা-রাজনীতি নিয়ে জনগণের ততো মাথা ব্যথা নেই। বাদশাহ্ একজন আছেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দেশের মানুষের ভালো-মন্দ দেখার জন্যে শাসকেরা আছেন—প্রতিরক্ষার জন্যে আছে সশস্ত্র বাহিনী। শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্পের জন্যে আছেন

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। সাধারণ মানুষ তাই নিজেদের দ্বীন-দুনিয়ার কাজেই ব্যস্ত। যারা বয়সে প্রবীণ তাদের মনে আছে যে, কবে সেই ১৯৩৩ সালে তাদের বাদশাহ্ জহির শাহ্ ক্ষমতায় বসেছিলেন। জহির শাহের বয়স তখন ঊনিশ বছর। গোটা আফগান জাতি তাঁর অভিষেকের দিনটি উদযাপন করেছিলো বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায়।

প্রথম আঘাত

কিছুদিন পর আফগানিস্তানের সরল-সোজা মানুষ একদিন শুনতে পেলো, তাদের প্রিয় বাদশাহ্ নাকি এক পাগলের কাণ্ড করে বসেছেন। রাজধানী কাবুলের এক গণসমাবেশে জহির শাহ্ একটি বোরকাকে পদদলিত করে বলেছেনঃ "চিরদিনের জন্যে অন্ধকার যুগ শেষ হলো" এটা ছিল পশ্চিমাদের পক্ষ হতে চালানকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্বোধন। পঞ্চাশের দশকে সংঘটিত এ বিপ্লব মূলতঃ আফগান জনগণের নরম হৃদয়ের তুলতুলে মখমলে রক্ষিত ঈমান ও আকীদার গায়ে হেনেছিল চরম আঘাত।

শুরু হলো ষড়যন্ত্র

১৯৭৩ সালে জহির শাহ্ বিদেশ সফরে গেলে তাঁরই চাচাতো ভাই মুহাম্মদ দাউদ গদিতে বসলো। জেনারেল দাউদ ছিলো কমিউনিজমে অনুরাগী। তার ঘরেই সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের সবক নিয়েছে আফগানিস্তানের বড় বড় কমিউনিস্ট নেতারা—তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন আর বাবরাক কারমালরা।

মুহাম্মদ দাউদ প্রধানমন্ত্রিত্বের সাথে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুটোও তার হাতেই রাখলো। লাগাতার দশ বছর এ মসনদ আঁকড়ে থেকে জেনারেল দাউদ আফগানিস্তানের ইসলামী চেতনার আগুনে ছাইচাপা দিয়ে, কমিউনিজমের নতুন চারায় পানি ঢালার কাজটি খুবই দক্ষতার সাথে করতে থাকলো। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা রাষ্ট্রীয় ঋণ বাবদ তিন মিলিয়ন রুবল খরচ করলো রাশিয়া।

গোটা আফগানিস্তানের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, বিচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা নিয়োগ করে দেশব্যাপী চালানো হলো ইসলামবিরোধী তৎপরতা। কাবুলের পুতুল সরকার মস্কোর